

What is Gender Mainstreaming? Explore some measures needed to be taken for Gender Mainstreaming. Propose how media can apply the 'Gender Lens' to minimize the barriers to gender mainstreaming'

-Jubayer Ibn Kamal

‘What is Gender Mainstreaming? Explore some measures needed to be taken for Gender Mainstreaming. Propose how media can apply the ‘Gender Lens’ to minimize the barriers to gender mainstreaming’

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## ভূমিকা

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান ভিন্ন। দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের ব্যবধান দ্রুতই কমিয়ে আনতে হবে। জাতীয় বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকালে সরকার রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে জেভার সংবেদনশীল হলে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিশ্চিতভাবেই কমে আসবে। জেভার সমতাভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত হলে নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবার জন্যই সুযোগের সমতা তৈরি হয় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠী উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূলধারায় সম্পৃক্ত হয়। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী জাতীয় বাজেটকে জেভার সংবেদনশীল হিসেবেই দেখতে চায়।

প্রথম আলো বলছে, বৈশ্বিক জেভার গ্যাপ প্রতিবেদনের হিসাবে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারীর অগ্রগতি ছিল ৬২.৭ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে ৭২.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৬ সালে ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১ তম।

আর এ সব কিছুর জন্য প্রয়োজন জেভার মূলধারাকরণ। নিচে আমরা জেভার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, উপায় ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করবো।

## জেভার মূলধারাকরণ কী?

উন্নয়ন, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার একটি কৌশল হচ্ছে জেভার মূলধারাকরণ। যেমন-উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ এবং সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

জেভার মূলধারাকরণের কৌশলটি সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন শেষ কথা নয়; বরং এটি জেভার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি কৌশল। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জেভার-সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জেভার মূলধারাকরণের প্রভাব সরকারের অনেক কাজের পরিধির মধ্যে হতে পারে। এসব কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যগুলো হলো-

- ✚ জেভার বৈষম্য চিহ্নিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে শক্তিশালী করা
- ✚ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও পাবলিক সেক্টরে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা
- ✚ সরকারি পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরীর প্রক্রিয়াগুলোতে জেভার সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা
- ✚ বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষতা সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রমকে বিভিন্ন পর্যায়ে জেভার-সংবেদনশীল করা
- ✚ মন্ত্রণালয়গুলোর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন নীতিমালা ও এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেভার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা
- ✚ জেভার সমতার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার, সুশীল সমাজ কিংবা এনজিওগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

## জেভার মূলধারাকরণের কার্যকরী কিছু উপায়

জেভার মূলধারাকরণের কৌশলটি সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন শেষ কথা নয়; বরং এটি জেভার সমতা অর্জনের লক্ষে সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি কৌশল। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জেভার-সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জেভার মূলধারাকরণের প্রভাব সরকারের অনেক কাজের পরিধির মধ্যে হতে পারে। মূলত তিনটি পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে জেভার বিষয়কে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির কাজটি এগিয়ে নেয়া যায়।

১. নারী-পুরুষ ভিত্তিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনঃ সরকারি নীতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেভার প্রতিফলিত পরিসংখ্যানের কারণে প্রণীত নীতি জেভার সমতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারছে না। এমন সব অভাব খুঁজে বের করতে জেভার প্রতিফলিত পরিসংখ্যানের সংশ্লিষ্ট ডাটা বা উপাত্ত পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহ করার কাজটি যাতে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান শুরু করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জেভারকে প্রাধান্য দেয়াঃ এটি এমন একটি উপায়, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাজেট প্রণয়নের সকল স্তরে জেভার সংশ্লিষ্ট সকল দিকগুলো বাজেট তৈরীর মূল কাজে অন্তর্ভুক্ত করা। নারী ও কন্যাশিশু এবং পুরুষ ও বালকদের ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পড়ে। এই সব প্রভাব প্রতিক্রিয়া বিশেষণ করা এই কর্মপন্থার লক্ষ্য। এই পদ্ধতিতেই বাজেট তৈরির আর একটি উপায় হচ্ছে- জেভার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করাকে জেভার রেসপনসিভ বাজেটিং বা সংক্ষেপে GRB বলে। এ প্রক্রিয়া নারী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনা করে আয়-ব্যয়ের খাতগুলো গুরুত্ব অনুসারে সাজানোর প্রস্তাব করে।

৩. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের লক্ষ্য হলো নারীর স্বার্থ রক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনাসহ প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নের তত্ত্বাবধান করা। যা ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সহ শতাধিক দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে।

তবে তথ্য ও যোগাযোগ এবং গবেষণার নিরিখে জেভার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা বা জেভার মেইনস্ট্রিমিংয়ের কাজটি কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমনঃ-

- ✚ গবেষণা পরিকল্পনা ও পরিচালনাকালে নমুনার এমন পদ্ধতি নিতে হবে, যা জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণীভাগ নির্বিশেষে আনুপাতিক হারে নমুনা হিসেবে নারী ও পুরুষ এবং বালক ও বালিকাকে অন্তর্ভুক্ত করে। নারীকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। নারীর বিভিন্নমুখী ব্যস্ততার কারণে গবেষণায় তাদের অংশগ্রহণকে বিঘ্নিত করে। গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ করার সময় নারীর এসব ভূমিকাকে বিবেচনা করতে হবে। নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত পৃথক পৃথক ডাটা সংগ্রহ নিশ্চিত করতে এ কাজটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে যেখানে যে সময়ে নারী সবচেয়ে সহজে ও সর্বাধিক হারে পাওয়া যায়। সংগৃহীত ডাটা বিন্যাস ইত্যাদির কাজে জেডার ভিত্তিক বিশ্লেষণ কাঠামো ও পদ্ধতি অনুসরণ করাও দরকার হবে। জেডার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে গবেষণার উপসংহার উপস্থাপন ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এটা প্রয়োজন হবে।
- ✚ মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ বিভিন্ন দফতরের বাজেট প্রণয়নকালে তথ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দফতর/সংস্থাগুলো সেইসব কর্মসূচি/প্রকল্প/কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করবে, যেসব কর্মসূচি/প্রকল্প/কাজের ডিজাইন, বাস্তবায়ন, মনিটর ও মূল্যায়নে জেডারভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে।
- ✚ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ও অধীনস্থ দফতরসমূহের নিয়মিত কাজে (যেমন, জেডার বিষয়ে সচেতন থেকে সংবাদ ও ফিচার রচনা, সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য জেডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ) জেডার প্রেক্ষাপটকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া নিশ্চিত করার জন্য জেডার নির্দেশিকা বা জেডার বিষয়ক কাজের ধরণ (যেমন, জেডার এন্ড মিডিয়া নির্দেশিকা তৈরী, প্রয়োগ ও হাল নাগাদ করতে হবে।

## বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেডার মূলধারাকরণের প্রয়োজনীয়তা

নারী-পুরুষের সমতা অর্জনকে বেগবান করতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নারী শিক্ষার মান উন্নয়ন, সৃজনশীল কর্মমুখী

শিক্ষা এবং গবেষণায় নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান প্রয়োজন। নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে বাজেটে বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের সৃজনশীল উদ্যোগ প্রয়োজন। কেন্দ্রে এবং তৃণমূলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এখন সময়ের দাবি। সর্বোপরি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হতে চাইলে আমাদের সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বর্তমানে ৩৬.৩ শতাংশ, যা মধ্যম আয়ের দেশের সূচকের চেয়ে অনেক কম। শ্রমবাজারে নারীর মজুরি-বৈষম্য নিরসনে পদ্ধতিগতভাবে সরকারি তদারকি প্রয়োজন। নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ থাকতে হবে বাজেটে, বিশেষত বাস্তবায়নে। নারী-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন এবং বাজারজাতকরণে পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং কালক্রমে তা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। জয়িতা, এফবিসিসিআই এবং উইমেন চেম্বার নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করছে। এ প্রচেষ্টায় তৃণমূলের নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তরে কর্মরত নারী কর্মকর্তা ৩১ শতাংশ এবং কর্মচারীদের মধ্যে নারী ৩৬ শতাংশ। নারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকেরা গ্রামে থাকতে চান না, এটা বাস্তবতা। হাল ছেড়ে না দিয়ে গ্রামে, মফস্বলে চিকিৎসক ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সেখানেই ভালো কাজ করে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ দক্ষ, জনবান্ধব ও শক্তিশালী। সারা দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সক্রিয় করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ প্রয়োজন।

জেন্ডার বিষয়কে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে মূলধারায় কার্যকরভাবে

অন্তর্ভুক্ত করতে যেসব জবাবদিহিতা ও পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যেতে

পারে-

- ✚ বর্তমান আইনগুলোতে জেন্ডার বিষয়ে যেসব পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, সেগুলো দূর করার দায়িত্ব সরকারের। এটি হচ্ছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা।

- ✚ জেভারভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা নিরূপনের মাধ্যমে সরকারি খরচের মূল্যায়ন হলে তাকে বলে অর্থনৈতিক জবাবদিহিতা।
- ✚ জেভার সমতার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন এবং এ কাজের জন্য তাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা।
- ✚ নারীর সাথে অপরাধমূলক আচরণ ও কাজের জন্য দেশের চলমান বিচার ব্যবস্থা আইনসম্মতভাবে দন্ডদান করাকে বলে বিচার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা।
- ✚ নারী ও পুরুষকে গণমাধ্যম নির্ভুল ও যথাযথভাবে তুলে ধরবে, জেভার সমতার বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেবে। এটা গণমাধ্যম সংক্রান্ত জবাবদিহিতা।
- ✚ রাজনৈতিক ইচ্ছা।
- ✚ জেভার সমতা নীতি কাঠামো বা জেভার সমতা সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নীতি তৈরী করা
- ✚ জেভার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি সমর্থন দেয়া এবং জেভার ন্যায়পরায়নতার প্রতি রাষ্ট্রের অধীকারগুলো বলবৎ করতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবস্থা (জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত)।
- ✚ সুশীল সমাজে জেভার বিশেষজ্ঞসহ সুশীল সমাজকে জড়িত করা।
- ✚ নারী-পুরুষ প্রতিফলিত ডাটা এবং জেভার সমতা সংক্রান্ত গবেষণা করা।
- ✚ জবাবদিহিতা ও মূল্যায়নের কাঠামো নিশ্চিত করা।
- ✚ নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ।
- ✚ এসব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমর্থন যোগায়, এমন গণমাধ্যম তৈরি করা।

## উপসংহার

জন্মগতভাবে আমরা কেউ নারী, কেউ পুরুষ হয়ে জন্মাই, এটা অপরিবর্তনীয়। তবে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকাই হলো জেভার, যা চর্চা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। সমাজে যার যা প্রয়োজন, জেভার মূলত তা নিশ্চিতের কথা বলে। জেভার সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অগ্রসরের কথা বলে। বর্তমানে আমাদের সমাজে নারীরা গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তায় পিছিয়ে আছে। তাই আমরা নারীদের অগ্রগমনের কথা বলছি, নারীদের জন্য সৃজনশীল বাজেট বরাদ্দ এবং বাজেট বাস্তবায়নের কথা বলছি। ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, সংরক্ষিত নারী

আসনের নির্বাচন, নারীদের আয়করে সুবিধা প্রদানসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা জেভার বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজকে দ্রুতই এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর এগিয়ে যাওয়া তখনই নিশ্চিত হবে, যখন প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নারী মজুরি থেকে বঞ্চিত হবেন না, তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত সেবা ও সুযোগ যথাযথভাবে পাবেন। নারী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন না। সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবেন এবং তাঁর সহজাত সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে নিজ, পরিবার এবং দেশের এগিয়ে যাওয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন।

## সমাপ্ত

### রেফারেন্সঃ

১. মিডিয়া গাইড
২. নিউইয়র্ক টাইমস
৩. লেকচার অব অভিজিত ব্যানার্জি (অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী)
৪. ক্লাস লেকচার
৫. বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশিত ফিচার/আর্টিকেল